দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের

ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিহত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা) মেধাবী ছাত্র বুলবুল নিহত হবার পর বাইশ দিন না যেতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন ছাত্র নিহত হয়েছে। নিহত সারোয়ার আহমেদ মিঠু ডেমোগ্রাফী বিভাগের এম, এ প্রথম পর্বের ছাত্র। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মী এবং সংগঠন থেকে সম্প্রতি বহিষ্কৃত কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে মিঠু নিহত হয়। সে ফজলুল হক হলের ৩০১ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। তার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার শিমুয়া গ্রামে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ফজলুল হক হলে অবস্থানরত কর্মীরা (সাবেক ইলিয়াস গ্রুপ) এক মাস আগে ছাত্রদলের ফজলুল হক হল শাখার সভাপতি মোজাম্মেলকে (সাবেক রতন গ্রুপ) মারধর করে ফজলুল হক হল থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে হাবিব-উন নবী সোহেল, আলী আকাস নাদিমসহ ১১ জনকে বহিষ্কার করা হয়। নিহত সারোয়ার আহমেদ মিঠুর অবস্থান ছিল বহিষ্কৃত নেতাদের পক্ষে। হলের ছাত্ররা জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় মোজাম্মেল তার বন্ধু মাসুদকে নিয়ে ফজলুল হক হলের পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটছিল। এসময় সারোয়ার আহমেদ মিঠু কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে যাবার পথে মোজাম্মেল ও মাসুদকে দেখতে পায় এবং তাদের গালাগাল করতে থাকে। এক পর্যায়ে মিঠু ও তার সহযোগীরা মোজাম্মেলকে কাটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত এবং মাসুদকে ছুরিকাহত করে। সাথে সাথে মোজাম্মেল ও মাসুদ দৌড়ে শহীদুল্লাহ হলে চলে যায়। তারা এ ঘটনা ছাত্রদল কর্মীদের জানানোর পরপরই শহীদুল্লাহ হল থেকে অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা মিঠুকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে মিঠুর ডান হাত ও পেটে গুলি লাগে। সে পুকুরপাড়ে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে। মিঠু গুলিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগীরা পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। এসময় দু'পক্ষে ১২/১৩ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয় বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ১

ক্যাম্পাস ঃ ছাত্র নিহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাত ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মিঠুকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাত ৩টার দিকে মিঠু মারা যায়। গতকাল শুক্রবার মিঠুর লাশ তার গ্রামের বাড়ি শিমুয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের অপরাধ বিষয়ক রিপোর্টার জানিয়েছেন, মিঠুর ভগ্নীপতি একরামুর রেজা বাদী হয়ে ১০ জনের নামোল্লেখ করে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মিঠুর বন্ধু পরিচয়দানকারী মাসুদ রমনা থানায় এ ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বলে রমনা থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য : *গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট, হাউস টিউটর ও প্রক্টরের এক সভা হয়েছে। সভা থেকে মতামত ব্যক্ত করে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ফজলুল হক হলের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে বচসা হয়। সম্ভবত সেই সূত্র ধরে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে হল এলাকায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয় এবং গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। এতে সারোয়ার আহমেদ মিঠু আহত হয় এবং পরে সে মারা যায়। সভা থেকে মিঠুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ঘটনাটি তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানানোহয়।*

ছাত্রলীগের (এ-ই) বিবৃতি : *ছাত্রলীগের (এ-ই) সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, ছাত্রলীগের (এ-ই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক আবুল ওয়াদুদ খোকন এবং ডাকসু সদস্য নির্মল দাস পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সারোয়ার আহমেদ মিঠুকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনার নিন্দা করেছেন। তারা অবিলম্বে মিঠুর হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।*

এদিকে সিলেট বিভাগ আন্দোলন ও উন্নয়ন পরিষদ-এর সভাপতি এডভোকেট আরেদ রাজা ও সাধারণ সম্পাদক ওয়েছুর রহমান চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র সারোয়ার আহমেদ মিঠু হত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ মিঠুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।